পদ্মলোচন পোস্টাপিস থেকে ফিরছে, মানসের সঙ্গে দেখা হলো পথে।

—তোর হাতে ওসব কি রে ?

পদ্মলোচন বলল—যত রাজ্যের খবরের কাগজ। স্টেটসম্যান, বঙ্গবাসী, এডুকেশন গেজেট এইসব। বাবা পড়েন। হ্যাঁ রে মানকে, পণ্ডিতমশাই আমাদের খাতা দেখেছেন ? কত নম্বর পেয়েছি আমি ?

মানস গম্ভীরভাবে জবাব দিল—বোধ হয় এগারো।

—মোটে ? আর তুই ?

—পাঁচ কি সাত। তবে আমি বাবার অজান্তে নম্বরের পাশে সংখ্যা বসিয়ে পঞ্চান্ন কি সাতচল্লিশ করে নেবখন। ভাগ্যিস এগারো পাইনি, তাহলে কি মুশকিল যে হত। একশোর মধ্যে একশো দশ তো আর পাওয়া যায় না ?

—আর সব ছেলেরা ?

—তিন, দুই, জিরো। অনেকে আবার মাইনাস পাঁচ, মাইনাস সাত পেয়েছে ; তারা সব 'ফ্লিজিং পয়েন্টে'—সব বিলো 'জিরো'।

পদ্মলোচন হাসতে পারল না।—তোর আর কি, তুই পণ্ডিতের ছেলে ; তোকে ত আর কিছু বলবেন না ! মার খেয়ে মারা যাব আমরা।

পদ্মলোচন বাড়ি ফিরে যেন ভাবনার অকূল পাথারে পড়ল। সংস্কৃতে মোটে এগারো পেরেছে ! তার ওপর পণ্ডিতমশায়ের আবার সব চেয়ে বেশি রাগ তারই ওপর—সে তাঁর কথার চোটপাট জবাব দেয় বলে। সেদিন তো বেঞ্চির

নড়বড়ে পায়াটা ভেঙে নিয়েই কয়েক ঘা তাকে কশাবেন এমনি প্রচণ্ড উৎসাহ দেখিয়েছিলেন ; পদ্মর সৌভাগ্যক্রমে বেঞ্চিটা তার পক্ষ নিয়েছিল তাই রক্ষে—অনেক টানাটানিতেও কিছুতেই পায়াটা ছাড়তে সে রাজি হয়নি। অবাধ্য বেঞ্চিটাকে পদচ্যুত করতে না পেরে সেযাত্রা তাদের দুজনকেই তিনি পরিত্রাণ দিলেন। কিন্তু সেদিন তাঁর যে রাগ সে দেখেছে, এর পরে ফের ইস্কুলে গেলে কি আর নিস্তার আছে ?

খবরের কাগজগুলো বাবাকে দেওয়া তার হলো না, নিজের পড়ার টেবিলে ফেলে রেখে, নাওয়া খাওয়া ভুলে সে ভাবতে বসলো। ভাবতে ভাবতে সমস্ত যখন তার এলোমেলো হয়ে এসেছে এমন সময় হঠাৎ তার মনে হলো একটা পথ যেন পাওয়া গেল পণ্ডিতমশাইকে জব্দ করবার···একটা উপায় যেন সে আবিষ্কার করেছে। সংবাদপত্রগুলো খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে সে হাসিমুখে টেবিল থেকে উঠল।

ইস্কুলে গিয়ে শুনল, সংস্কৃত পরীক্ষায় তাদের নম্বরের বহর দেখে হেড-মাস্টারমশাই এমনই হতভম্ব হয়ে গেছেন যে তিনি স্বয়ং আজ পণ্ডিতমশায়ের ক্লাশে আসবেন। খবর পেয়ে পদ্মলোচন খুশিই হলো। সে প্রস্তুত হয়ে এসেছে—আজ একটা বিহিত সে করবেই ; তার নাম পালটে ধুম্রলোচন বলে ডাকার, যখন তখন বেধড়ক পিটন দেওয়ার প্রতিশোধ আজ তাকে নিতেই হবে। ক্লাশে ঢুকে নাকে নস্যি গুঁজে চল্লিশ মিনিট তিনি ঘুমিয়ে সুখ করবেন, আর বাকি দশ মিনিট সুখ করবেন পড়া নেবার অছিলায় তাদের পিটিয়ে—এটি আর হচ্ছে না। পদ্মলোচন মরীয়া আজ।

হেডপণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে হেডমাস্টার মশাই ক্লাশে ঢুকলেন। ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলেন—সবাই মিলে তোমরা সংস্কৃতে ফেল করলে কি করে হে ?

ছেলেরা নিরুত্তর। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—তোমাদের কোনো গভীর ষড়যন্ত্র ছিল না কি ?

পদ্মলোচন জবাব দিল—পণ্ডিতমশাই আমাদের পড়ান না সার্।

পণ্ডিতমশাই চোখ পাকিয়ে বললেন—কি ? অধ্যাপনা করি না ? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা !

হেডমাস্টার মশাই পণ্ডিতকে বাধা দিলেন—আপনি থামুন। কি বলবার আছে তোমার বলো।

—সেদিন আমি পণ্ডিতমশাইকে একটা শ্লোকের মানে জিজ্ঞাসা করলুম, অবশ্যি পড়ার বইয়ের বাইরে। আনসীন প্যাসেজ তো আমাদের থাকে অ্যাডিশনালে। তা পণ্ডিতমশাই তার মানেই বললেন না।

পণ্ডিতমশাই রাগে ফুলতে লাগলেন—কি ? কোন শ্লোকের অর্থ আমি করি নাই ? শ্লোকার্থ জানি না—আমি !

দাঁত কিড়মিড় করে পণ্ডিতমশাই যেন ফেটে পড়তে চাইলেন—নিয়ে আয় তোর কোন শ্লোক আমি অর্থ করিতে পারি নাই !

হেডমাস্টার আশ্বাস দিলেন—বলো ভয় কি ! তোমার মনে নেই বুঝি ?

পদ্মলোচন ঘাড় নাড়ল—হ্যাঁ, আছে আমার। এই শ্লোকটা সার—

হবার্তাবা কহিপ্তাশা টজেগেণঃ শকেডুয়ে।
আণ্ডীবঃ অণ্ডফ্রয়েণ মানস্টেটঃ শিবাঙ্গবঃ ॥

শ্লোক শুনে পণ্ডিতমশায়ের চোখ কপালে উঠল। ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগলেন তাঁর সারা জন্মে এমন অদ্ভুত শ্লোকের সাক্ষাৎ তিনি পেয়েছেন কি না। পণ্ডিতকে নিঃশব্দ দেখে হেডমাস্টার মশাই বুঝতে পারলেন শ্লোকটা তেমন সহজ নয়; তাই তাঁকে উৎসাহ দেওয়া তিনি প্রয়োজন বোধ করলেন—একটু একটু বোঝা যাচ্ছে যেন; উপনিষদ কিংবা পাঁজির বোধ হয়, কি বলেন?

পণ্ডিতমশাই মাথা চুলকাতে লাগলেন—কোনো উদ্ভট শ্লোক। উদ্ভট গ্রন্থ থেকে এর মর্মোদ্ধার করতে হবে। আমি আজ বৈকালেই এর অর্থ করে দেব। ও যেন মানকের সমভিব্যাহারে আমার বাড়ি যায়।

পদ্মলোচন বলল—না সার, সামনে দুর্গা পুজো, আমি বিছানায় শুয়ে থাকতে পারব না সার।

পণ্ডিতমশায়ের প্রহারের ভয়ানক প্রসিদ্ধি ছিল। হেডমাস্টার পদ্মলোচনের ভয় দেখে হাসতে লাগলেন—পণ্ডিতমশাই, ওটা কাল আপনি স্কুলে বলবেন, তাহলেই হবে। আমারও জানার কৌতূহল হয়েছে। একটু ঘেঁটে দেখবেন, পাঁজির কিংবা উপনিষদের হবে—ওই দুটোই তো আমাদের যত রাজ্যের শ্লোকের আড়ত!

পণ্ডিতমশাই গম্ভীর হয়ে বললেন—বেশ, আমার স্মরণে রইল।

বাড়ি ফিরে পণ্ডিতমশাই শব্দকল্পদ্রুম নিয়ে পড়লেন; উদ্ভট-সংগ্রহটাও পাতি পাতি করে খুঁজলেন। কোনদিকেই শ্লোকটার কোনো সুরাহা হলো না। নাকে এক টিপ নস্য দিয়ে তিনি দারুণ মাথা ঘামাতে লাগলেন—'হবার্তাবা'? সংস্কৃত বলে বোধ হচ্ছে বটে কিন্তু অভিধানে তো এ শব্দ নাই! বার্তা মানে তো সংবাদ কিন্তু 'হ···বা'র মাঝখানে পড়ে এতো বোধগম্য হবার বহির্ভূত হয়েছে। 'কহিপ্তাশা'? হিপ্ত ছিল আশা হলো হিপ্তাশা! কিন্তু হিপ্ত মানে কি? একি আমাকে ক্ষিপ্ত করার চক্রান্ত? 'শিবাঙ্গবঃ'—কেবল এই শব্দটার অর্থ অনুধাবন করা কঠিন নয়, কিন্তু 'টজেগেণঃ' বা কি আর ঐ 'শকেডুয়ে'···?

পণ্ডিতমশাই অসুখের অজুহাতে তিনদিন ছুটি নিলেন—কিন্তু তিনদিনের জায়গায় সাত দিন হয়ে গেল তবু ইস্কুলে তাঁর পদার্পণ নেই! তখনো তিনি শ্লোকটার কিনারা করে উঠতে পারেননি! সেদিনই সকালে উদ্ভট কল্পতরু নিয়ে পাতা ওলটাচ্ছেন, এমন সময়ে নেপথ্যে পায়ের আওয়াজ কানে আসতেই হুঙ্কার দিয়ে উঠেছেন—কে যাচ্ছিস ওখান দিয়ে? টেটো?

—উঁ।

—মানকে নাকি? টেটোকে তামাক দিতে বলত। কিঞ্চিৎ ধূম্রপান আবশ্যক।

মানস বলল—টেটো এখন কোথায় টো টো করছে কে জানে!

তবে তুই সাজ। গড়গড়াটা আমায় দিয়ে ধূম্রলোচনকে ডেকে আন তো একবার।

—সে আসবে না।

—বলিস, মাভৈঃ। আমি অভয় দিয়েছি। কোনো ভয় নেই অতঃপর।

বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া লাগলে কিছু সুবিধা হবার আশা করেছিলেন। কিন্তু ক্রমশই তাঁর কাছে সব আরো ধোঁয়াটে ঠেকতে লাগল। 'আণ্ডীবঃ অণ্ডফুয়েণ'—এ যে কি বস্তু তার রহস্য ভেদ করা থাক অনুমান করতেও তিনি অপারগ!

—এই যে ধূম্রলোচন, এসেছ? বাবা পদ্মলোচন, আর প্রণাম করতে হবে না, বসো। তুমি কি শ্লোকটার সদর্থ জানো? জানো না কি?

—জানলে কি আর জিজ্ঞাসা করি সার্?

—তাওতো বটে, তাওতো বটে। আচ্ছা, তোমার কি ঠিক স্মরণে আছে কথাটা আণ্ডীব, গাণ্ডীব নয়? গাণ্ডীব কথার হয়ত অর্থ হয়; গাণ্ডীবী মানে সব্যসাচী।

—কথাটা আণ্ডীব, আমার বেশ মনে আছে।

পণ্ডিতমশাই ঘন ঘন তামাক টানতে লাগলেন—সমস্ত শ্লোকটাই তোমার বেশ স্মরণ আছে, কোথাও কিছু ভুল করোনি? তাই ত—তবে—তাই ত!

পদ্মলোচন চলে গেলে পণ্ডিতমশাই এবার বৃহৎ শব্দার্থসংগ্রহ নিয়ে পড়লেন। মানস সাহস সঞ্চয় করে বলল—আমি ওর একটা লাইনের মানে করতে পারি, বাবা!

বাবা অভিধানের পাতা থেকে চোখ তুললেন—কোন লাইনের?

দ্বিতীয় লাইনের, যদি 'আণ্ডীব'-এর জায়গায় আণ্ডিল হয়, আর 'শিবাঙ্গব'-এর জায়গায় হয় গবাংগব।

পণ্ডিতের বিস্ময়ের অবধি রইল না। তিনি মহামহোপাধ্যায় হয়ে হিমসিম খেয়ে গেলেন আর এই দুগ্ধপোষ্য বালকের মূঢ়তা দেখ। আগে হলে তিনি মেরেই বসতেন, কিন্তু এখন তাঁর অবস্থা অনেকটা নিমজ্জমান লোকের মত, তাই কুটো হলেও মানসকে তিনি আশ্রয় করলেন।—কি শুনি?

মানস তথাপি ইতস্তত করতে থাকে—বলব?

—বলতেই ত বলছি।

—আণ্ডিলঃ! মানে এক আণ্ডিল, কিনা এক গাদা, অণ্ডফুয়েণ অর্থাৎ অণ্ড মানে ডিম্ব...ফুয়েণ মানে ফুাই করে অর্থাৎ কিনা এক ঝুড়ি ডিম ভেজে নিয়ে,—মানস্টেট মানস্টেট

—ওইখানে ত আমারও আটকাচ্ছে রে!—পণ্ডিতমশাই বিজ্ঞের মত এক টিপ নস্য নিয়ে বললেন—ওই মানস্টেটই হলো মারাত্মক। যত নষ্টের গোড়া!

—আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছি বাবা। মানস্টেটঃ—বলব? ওটাতে পদ্ম হতভাগা আমাদের ওপর কটাক্ষ করেছে। অর্থাৎ কিনা মানস আর টেট, আমি আর আমার ভাই।

—বটে? গম্ভীরভাবে পণ্ডিতমশাই বললেন—সমস্তটা জড়িয়ে মানে কি হলো তবে?

—অর্থাৎ কিনা, এক গ্লাদা ডিম ভেজে মানস আর টেট গবাংগবঃ—গব গব করে গিলছে। বোধহয় ও দেখেছিল।

দেখতে দেখতে পণ্ডিতের চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করল। তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন, কি? আমার পুত্র হয়ে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে তোদের এই জঘন্য কীর্তি? তোরা কিনা ডিম্ব গলাধঃকরণ করিস? হংসডিম্ব কি কুক্কুটাণ্ড কে জানে!

বলেই তিনি মানসের পৃষ্ঠপোষকতার মতলবে তাঁর পাদুকা উত্তোলন করেছেন। মানস নিরাপদ ব্যবধানে সরে গিয়ে বলল—ওই জন্যেই তো আমি বলতে চাই না। আপনার মস্তক ঘর্মাক্ত হচ্ছিল বলেই ত বললাম।

—মস্তক ঘর্মাক্ত হচ্ছিল! আর, এখন যে আমার চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হলো, তার কি!

পণ্ডিতমহাশয়ের আস্ফালন কানে যেতেই পণ্ডিত-গৃহিণী রান্নাঘর থেকে ছুটে এলেন। তিনি যে-ভাবে ও যে-ভাষায় মানসের পক্ষ সমর্থন করলেন তাতে স্পষ্টই বোঝা গেল যে অণ্ড-ফ্রয়েণের ব্যাপারে কেবল তাঁর সহানুভূতিই নয়, দস্তুরমত সহযোগিতাও আছে। অগত্যা মানসকে মার্জনা করে দিয়ে পণ্ডিত-মশাই আবার তাঁর শ্লোকে মনোনিবেশ করতে বাধ্য হলেন।

ইস্কুল থেকে হেডমাস্টারমশাই লোক পাঠিয়েছিলেন, পণ্ডিতমহাশয়ের খবর নিতে। আটদিন হয়ে গেল কেন তিনি ইস্কুলে আসছেন না—তাঁর কি হয়েছে?

পণ্ডিতমশাই উত্তর পাঠালেন—সমস্তই হয়েছে, বাকি কেবল 'শকেডুয়ে' —ওইটা হলেই হয়ে যায়।

উত্তর পেয়ে হেডমাস্টার তো হতভম্ব! শ্লোকটার কথা তিনি কবেই ভুলে গেছেন; আর তাছাড়া সংস্কৃত তাঁর আদপেই মনে থাকে না—উপনিষদেরই কি আর পাঁজিরই বা কি!

তিনি ভাবলেন—পণ্ডিতের মাথা খারাপ হয়ে গেল না তো? কাল নিজে গিয়ে দেখতে হবে।

পরদিন পণ্ডিতের বাড়ি গিয়ে দেখলেন, সদর দরজায় তালা লাগানো, তারই উপরে ঝুলছে To Let।

পণ্ডিতের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না, কোথায় গেছেন কেউ জানে না, বাড়িওয়ালার পাওনা চুকিয়ে প্রতিবেশীদের কিছু না বলে রাতারাতিই তিনি নিরুদ্দেশ হয়েছেন।

পদ্মলোচন পোস্টাপিস থেকে ফিরছে, যত রাজ্যের খবরের কাগজ তার হাতে। সরিতের সঙ্গে পথে দেখা হলো।

সরিৎ বলল—আচ্ছা শ্লোক ঝেড়েছিলিস ভাই! পণ্ডিত বেচারা পালিয়ে বাঁচল।

পদ্মলোচন শুধু হাসে।

—দারুণ শ্লোক বাবা! পণ্ডিতমশায় একেবারে 'টজেগেণঃ! লাভের আশা ত্যাগ করে উধাও হলেন!

পদ্মলোচন তবু হাসে।

—অবশ্যি মানকে একটা মানে করেছিল বটে, অর্থাৎ তুই নাকি তাকে আর তার ভাইকে লক্ষ্য করে ওটা বেঁধেছিস ?

পদ্মলোচনের হাসি আর থামে না—মানকের ছাই মানে। ও তো ডিমের মানে।

সমুৎসুক হয়ে সরিৎ জিজ্ঞেস করে—তবে আসল মানেটা কি ভাই। বলবিনে আমাদের ?

—মানে এই যে আমার হাতেই রয়েছে !

—ও তো সব খবরের কাগজ।

—আরে, এই নামগুলোই তো ওলটপালট করে দিয়েছি ! উল্টো দিক থেকে একটু এদিক ওদিক করে পড়লেই ওর মানে হবে, এডুকেশন গেজেট, সাপ্তাহিক বার্তাবহ, বঙ্গবাসী, স্টেটসম্যান আর ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া।...

Pandit Biday by Shibram Chakrabarti

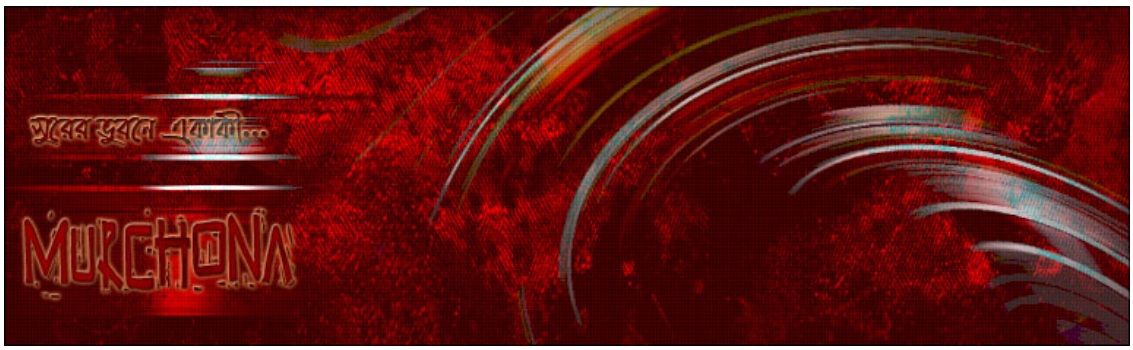

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com